যাও, উত্তরের হাওয়া

BANGLADARSHAN.COM

অরুণকুমার সরকার

দিঘা

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
বালিতে জরির পাড় বোনে
জগদ্‌বিখ্যাত শিল্পী সন্ধ্যার আলোক
আপনার মনে।

আকাশের মাঠ থেকে হাওয়ার রাখাল
তাড়া করে নিয়ে আসে কালি,
নারঙ্গতরঙ্গভঙ্গে সমুদ্র বিশাল
দেয় করতালি।

আনন্দবিস্মিতভয়ে বিমৌন স্থবির
এই ভাল, যাব না পিছনে।
সেখানে লম্বিত ছায়া, দিনের শরীর
ক্ষীণায়ু লণ্ঠনে।

অর্থাৎ, ব্যস্ততা ভারী, হিসেবনিকেশ
সময়ের রাজত্ব শৃঙ্খলা,
জটিল কুটিল অঙ্ক, চতুর সুবেশ
শুদ্ধ কারুকলা।

জলপিপি রেখে গেছে উজ্জ্বল পালক
যদি ফিরে আসে পুনরায়
বলব: ‘আমাকে দাও দূরের আলোক,
দেবে না আমায়?

যেহেতু তোমার পাখা ভাবনার মতো
উড়ে যায় হাওয়ায় সহজে
আমার শরীর মন চেতনা সতত
তোমাকেই খোঁজে।’

BANGLADARSHAN.COM

আকাশকুসুম

আকাশকুসুম, তুমিই আমার সুখ
এই রঙ, এই ঢঙ বদলাও ব'লে।
সম্ভাবনার গন্ধে ভরাও বুক
শহর যখন নিষ্ঠুর পায়ে দলে
বকুল ফুলের স্পর্শকাতর দেহ।

অপেক্ষা করো দয়ার্দ্র সন্ধ্যাতে
ঠিক সেইখানে, যেখানে তোমাকে চাই।
নগরপালের দৃষ্টির এলাকাতে
আমরা দু'জনে গোপনমিলনে যাই
রচনা করতে নীরবনিবিড় স্নেহ।

এবং কুয়াশা-মশারি চতুর্দিকে
ম্লান জ্যোৎস্নার সুদূরমেদুর হাসি
অর্থগভীর অস্ফুট আর ফিকে
যে-সব শব্দ ভালবাসে, ভালবাসি,
যে-সুর ক্লান্ত প্রেমিকজনের প্রেয়।

আকাশকুসুম, আমাদের যৌবন
শরৎকালের ভোরবেলাকার মতো।
সময় করেছে দেহ ক্ষতবিক্ষত
মন তাকে তবু করিনি সমর্পণ।
যা কিছু দেবার তোমাকেই সব দেয়॥

BANGLADARSHAN.COM

অশেষ

যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাত সাগরের দোলানি।
চেনামুখ আর দেখায় না কফিখানা;
নূতন শহর, পথঘাট নয় জানা,
বন্ধুরা মৃত, অপরিতৃপ্ত, গোঙানি।
তবু মূলে মূলে কার আঙুলের দোলানি।

নবীন যুবক, বিদেশি তোমার ভাষা।
যুবতী, হৃদয়ে রেখেছ তো ভালবাসা?
আমরা ছিলাম গত দশকের শিকলে।
মিছিলে সভায় আকুল সন্ধ্যাগুলি
যুদ্ধে, আত্মহননে গিয়েছে ভুলি
স্বাভাবিকতার কথিত সহজ সরলে।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু পথ খোঁজা। দ্বন্দ্ব ডাইনে বাঁয়।
জারুল বকুল অবাক কলকাতায়
মাঝে মাঝে তবু হেসেছে চটুল নয়নে।
সেই নিমেষের অশেষ উত্তরীয়
সব রমণীকে মনে হত রমণীয়
জাদুকরদের মেলা বসে যেত স্বপনে।

যদিও রঙিন মুহূর্তটুকু অচিরে
অদৃশ্য ফের দুর্ভাবনার তিমিরে
যেখানে অর্ধসত্য ছলনা চাতুরি,
বুঝেছে অনেক গভীর রাতের মন
সেটুকুই ছিল আমাদের যৌবন
বাকিটুকু শুধু সময়-প্রভুর চাকুরি।

যুবক-যুবতী গুঞ্জন কলরব
হঠাৎ খুশির বেদনার সৌরভ

এনেছ আবার এ-কোন ভোরের কুয়াশা।
যৌবন যায়। যৌবনবেদনা যে
যায় না। সহসা ব্যাকুল বিকেলে বাজে
মূলে মূলে কার বাসনাকরুণ দুরাশা।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষা

প্রতিধ্বনি ঘোরে কক্ষে কক্ষে:
কে আছ? কেউ আছ? কেউ কি নেই হে?
এখানে কেউ নেই: শব্দ গন্ধ
সবাই ভৌতিক॥

যদি না ঈশ্বর পাষাণ মূর্তি
অথবা মৃন্ময়ী মানুষী মর্ত্য,
তা হলে নিরাকার অসীম শূন্য
হাওয়ার চিৎকার; তা ছাড়া, কিছু না।
স্বপ্ন প্রলাপীর॥

আমার ঈশ্বর শুদ্ধ শিল্প
গড়নে অপরূপ, ভাবনে মুগ্ধ;
গৌরীহর সমভঙ্গভঙ্গি
জৈব জীবনের নৃত্য, ছন্দ।
রক্তে ঢেউ যেন॥

মানবসংসার ঈর্ষা দ্বন্দ্বে
অভাবে অবিচারে ভগ্ন কক্ষ।
কবে, হে ঈশ্বর, আমার মুক্তি
তোমার রচনায় মুখর মৌন!
বিফলে দিন যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়া

পুরনো বন্ধুরা যত স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে
দিল্লির সুদূরে, কেউ বোম্বায়ের সমুদ্রের কাছে।

কলকাতার অন্ধকারে হাঁক ছাড়ি; এখানে এসো হে
ফিরে এসো আমাদের যৌবনের যুবতীর মোহে।

দিল্লির ব্যস্ততা আর বোম্বায়ের নাভিশ্বাস নিয়ে
দু'লাইন চিঠি আসে যথারীতি ইনিয়ে বিনিয়ে

আর যে সময় নেই, এই কথা বড় খাঁটি কথা।
ও হাওয়া, ব্যাকুল হাওয়া, কেন তোর বকুনি অযথা!

BANGLADARSHAN.COM

মাথুর

ও প্রেমিক, তুমি কোথায় যাচ্ছ, শোনো,
অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি তোমায় দেখব বলে।
দ্যাখো কত ভিড় জমেছে পথের পাশে, বারান্দায়,
মধ্যিখানে আমিও আছি, আমাকে দেখবে না?
দ্যাখো আমায়, দ্যাখো, প্রেমিক, কাতর আমার মুখ
একতরফা ভালবাসায় মন যে ভরে না
এই যে আমি, আমায় দ্যাখো।

ওদের হাতে মালা, প্রেমিক, আমার শূন্য হাত;
ওরা রঙের ঢেউ তুলেছে, আমি ছিন্নবাস।
কিন্তু ওরা ভিড়ের, ওরা তোমার কেউ না।
আমি তোমার, তোমার শুধু, আমি তোমার।

আমি তোমায় ভালবাসি, প্রেমিক, আমায় দ্যাখো।
হৃদয় জুড়ে গন্ধ আমার, পূর্ণ আমার প্রাণ,
বুকের মধ্যে টকটকে লাল রঙ।
ওদের শুধু দেখতে আসা, ভাসতে আসা নয়।
এই যে আমি রুদ্ধ জোয়ার, প্রেমিক, আমায় নাও

BANGLADARSHAN.COM

খড়খড়ি

মনে মনে বলি স্বপ্নক্লান্ত দিনে:
ঘোরঘনঘটা দুর্যোগে নেব চিনে
বহুদিনকার হারানো অন্ধ গলি,
দু’পাশে প্রাচীন গৃহের একটি ঘরে
শিহরিত খড়খড়ি।

দীর্ঘ রাতের বিরহান্তিক মিলে
দৃষ্টি পাবে না অভিন্ন আশ্লেষ?
অমাবস্যার অন্তিম সঙ্গমে
শান্ত শীতের নদী?

এখন আমি তো সূর্যের প্রত্যাশী
নই আর বৃথা আশার সাধনা জেনে,
স্থির পিলসুজে মাটির প্রদীপ জ্বেলে
সে কি কাছে ডাকবে না?

যদি না-ই ডাকে, তবুও কি তার চোখ
হাসবে না ম্লান করে দিয়ে পোখরাজে,
স্মৃতিকুন্তলনিঃসৃত সৌরভে
পাবে না কি প্রাণ হাওয়া?

যে-হাওয়ায় আমি ময়ূরপঙ্খি ঘুড়ি
ডাইনে ও বামে কুমারীর ছাদে ছাদে
রূপসী আলোয় বিকেলের যৌবনে
সাতরঙা সূর্যের।

অভাবিত কিছু ঘটবে না শুধু চাওয়া
পরিত্যক্ত রাতের পথের ঘুমে
ঘুরে ঘুরে দূরে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া
টাঙার জীর্ণ চাকা।

BANGLADARSHAN.COM

সে-কথা জেনেই, মেনে নিয়ে নৈঃশব্দ্য
ঘোর দুর্যোগে মাঝরাতে কড়া নাড়ি,
সে কি সাড়া দেবে, সে কি আছে উন্মনা?
প্রাচীন শহরে অবাক অট্টালিকা
নিষ্প্রাণ খড়খড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

ছায়া

অঙ্গে চন্দন-গন্ধ নাই থাক
নাই বা থাক ফুলধনু
রেখেছি তমালের গোপন ডালে
যুবতী শ্রীরাধার তনু।

তাই তো ভালবাসা এখন আছে
মুগ্ধ হয় চোখদুটি
হৃদয় ভোলেনি তো স্বভাব তার
রাতের বুকে চায় ছুটি।

হাজার উন্মাদ শব্দ শুধু
প্রেম করে না মানুষেরা
শব্দ হয় শুধু শব্দ শুনি
শব্দে শুধু ঘোরাফেরা।

BANGLADARSHAN.COM

যেখানে অস্থির শব্দ নেই
গোপন তমালের ডালে
নীরব রাত্রির ভালবাসায়
নয়নতারা দীপ জ্বালে

উষার মতো ক্রমে স্পষ্ট হয়
সেখানে শ্রীরাধার তনু।
অঙ্গে চন্দন-গন্ধ নাই থাক
নাই বা থাক ফুলধনু।

স্বপ্ন ভেঙে গেলে

স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
বৃথাই আগম আর নির্গমন
পরিশ্রম ঘাম ক্লান্তি ভার
স্বপ্ন ভেঙে গেলে কী থাকে আর
মাংসপেশীদের সঞ্চালন।

প্রেমিক প্রেমিকার ব্যথা রঙিন
শিশুর হাসি ঘর আকাশ মেঘ
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
দিনের পর রাত রাত্রিদিন
শ্রাবণমেঘ তাও নিরুদ্বেগ
সৌদামিনী যেন রুদ্ধবেগ।

আমাকে তবে কিছু স্বপ্ন দাও
মধুর মিথ্যার অসম্ভব।

যদিও লোকালয় স্বপ্নহীন
স্বপ্ন ছাড়া সবই অর্থহীন
আমাকে দাও কিছু স্বপ্ন দাও।

BANGLADARSHAN.COM

আরশি

পুরনো পাড়ায় টো-টো করে ঘুরি
যাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।
যাকে চাই তার মুখের আদল
অনতিদূরের গ্যাসের আলোটা।

কাঁপছে, হাওয়ায় শিউরে উঠছে
দেখছে নিজেরই বিস্মিত মুখ
ক্ষয়ে যাওয়া ইটে যেখানে কান্না
জমে জমে সাত টুকরো আরশি।

ছাতা নেই, মনে বৃষ্টি ঝরছে
আমিই কি তবে গ্যাসের আলোটা!
নির্জন পথে থমকে দাঁড়াই
বিনিদ্র রাতে শব্দ ঝরছে।

বর্ষণশেষে খোলা জানালায়
সে কার দৃষ্টি ছিন্নভিন্ন
তারই আরশিতে বিস্মিত হব
তাকে চাই তাকে কাছে পেতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

যাও, উত্তরের হাওয়া

যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে
বসন্তের সম্ভাবনা পত্রহীন বিশুষ্ক শাখায়;
যদিচ ফড়িং নেই, মৌমাছি বা, আনাচে-কানাচে
এখনও হরেক রঙ প্রজাপতি নিত্যই বেড়ায়।
সে যেন ভাবে না গ্রীষ্ম একাধিক আসে না জীবনে;
বালুকা-আচ্ছন্ন নদী, ধ্যানমগ্ন, মৃত কি তা ব'লে?
পারে না রুখতে কেউ ভাবনার অঝোর শ্রাবণে
প্রবল আক্ষেপে যার পঙ্গুও পাহাড়ি পথে চলে।
কী আছে যুবতী-দেহ সাড়া দিক কিম্বা না-ই দিক!
আমার অপরাজেয় অযোনিজ বীর সন্তানেরা
সমুদ্রে খাটায় তাঁবু, মরুবক্ষে বাঁধে স্নিগ্ধ ডেরা
সত্যকে সাজিয়ে করে সুন্দরের মতন অলীক।
যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে
যৌবনের ধনুর্বাণ লুকানো ইচ্ছার শমীগাছে।

BANGLADARSHAN.COM

যাব না

অবচেতনার বৃক্ষে অনেক পুষ্প
আমি ঘুরে মরি বাইরে।
নিজেকে এড়াই পালিয়ে বেড়াই
কেন বিপরীত প্রান্তে
দক্ষিণ দিকে যখন শান্তি নেমেছে?

কেন বা জুয়ায় বাঁধা রাখি সর্বস্ব
মদে খুঁজি অবলুপ্তি,
হাজার লোকের ভিড়ে খুঁজে পাই
কোন প্রশান্ত বন্দর?

কিছু নয়, কিছু নেই, শুধু চাই
যন্ত্রণা এক তীব্র
আত্মঘাতের বেদনায় নীল
অমোঘ বিষের পাত্র।
কেন চাই জানি না তা।

নিজেকে এড়াই পালিয়ে বেড়াই
যেখানে আলোর রাজ্যে
শুধু চিৎকার গানের বিকার
ঘর্ম রক্ত মাংস।

অবচেতনার বৃক্ষে অনেক পুষ্প
কিন্তু আমি তো যাব না অন্ধকারে।
তুমি যে সেখানে অপেক্ষমাণ
মালতীলতার কুঞ্জে
যাব না, যাব না, যাব না অন্ধকারে।

BANGLADARSHAN.COM

ব্যর্থ

যৌবন তার একমুঠো ধুলো আকাশে
ব্রাউন রঙের রোদে বিকেলের ধর্মতলায়
ঘূর্ণি হাওয়ার প্রত্যাশী।

সম্ভাবনার মেঘ নেই, নেই প্রবাসে
অপেক্ষমাণ অবগুণ্ঠিত শকুন্তলায়
বিগত দশক উচ্ছ্বাসী।

জানে সে অতীত ভবিষ্যতের মতনই
বিচরণশীল নগরীর জুতো জামাকাপড়
চোখে আছে, নেই স্পর্শে।

বর্তমানেই জ্বালাযন্ত্রণা, এখনই
বেঁচে থাকা, মরা, বেঁচে মরে থাকা, শেষ কামড়
ডেঁয়ো পিঁপড়ের হর্ষে!

BANGLADARSHAN.COM

তাই সে আনবে ঘূর্ণি হাওয়াকে ফুঁ দিয়ে
আনবে এখানে, আনবে এখনই, ধর্মতলায়
নুড়ি পাথরের মুক্তিতে।

আঁকবে স্বপ্ন রঙের বাটিতে চুবিয়ে
বিপুল বেলুনে বাঁশের বাঁশিতে পথচলায়
হৃদয় অতল শুক্তিতে।

দৃঢ়প্রত্যয় একজোড়া চোখ দাঁড়াল
নাচবে আলোয় বিশশতকের ধর্মতলায়
দেখল রাত্রি অতীব চতুর পকেটমার।

অলিগলি

এই ক্লান্তি এই শূন্যতাই নাকি ঈশ্বরচেতনা
এই দুরারোগ্য অন্ধকারে রোমাবলি
এই যন্ত্রণার গর্তে ঘামে ভয়ে অনিশ্চয়তায়
এই অর্থহীনতার বোধে অলিগলি

এই জ্বর এই অস্থিরতা একি স্নায়ুদুর্বলতা
নাকি ঈশ্বরের প্রীতিস্পর্শ ভয়ঙ্কর
তাঁর প্রেম গোলাপের কাঁটা পঙ্কজের পাঁক নাকি
ব্যর্থতার ছাই ঝরা ফুল জীর্ণ ঘর

ম্লান কান্না অক্ষমতা আক্ষেপের আত্মনিপীড়ন
বোবা অন্ধ খঞ্জ ফাঁপা দিন মত্ত ঢেউ
রাত্রি রাত্রিদিন এই বোধ অস্তিত্বের ভার
নির্দয় প্রহার তীব্র জ্বালা ঘেউ ঘেউ

এ কি নৈকট্যনিবিড় তাঁর আলিঙ্গন নাকি ভ্রষ্ট
সমাজের ক্রুর অভিশাপ অর্থনীতি
কিংবা আমারই প্রাক্তন কর্মফল হস্তরেখা ভাগ্য
নাকি কিছু নয় মিথ্যা মায়া স্বপ্নস্মৃতি?

আমি অবিশ্বাসী নিরীশ্বর শোকেতাপে অর্ধমৃত
পরাজিত হৃতশক্তি কিন্তু মূলাধার
অস্তিত্বই চেতনা যেহেতু আর এই বেঁচে থাকা
দেশে কালে পরিপার্শ্বে তাই রুদ্ধদ্বার

বিচ্ছিন্ন হয়েও যুক্ত তোমার শরীরে নগ্নতায়
এই দুরারোগ্য অন্ধকারে রোমাবলি
এই যন্ত্রণার গর্তে ঘামে ভয়ে অনিশ্চয়তায়
এই অর্থহীনতার বোধে অলিগলি।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যুর আগে

চোখে অনেক রাত নিয়ে যে ঘুরে বেড়ায়
গভীরতর রাতে আমায় নিয়ে যাবে
যেখানে ফুল
কথার হাসি
খুশির হাওয়া অন্ধকারে।

ত্রস্তভীত কামপীড়িত মোমবাতির
পুতুল নিয়ে আঙুলগুলি ব্যস্ত যার
ও কিছু নয়
স্রোত সময় নদনদীর
ঝরাপাতার বাঁচামরার তুচ্ছতায়।

আমিও নেই তুমিও নেই, নেই প্রদীপ
সেখানে সেই অন্ধকার রত্নদ্বীপ
যেখানে কাল সাঁঝসকাল
জলের কাচে চায় কাছে

তাকেই যার শরীরময়
কথার ফুল
হিরণ্ময়

চোখে অনেক রাত নিয়ে যে ঘুরে বেড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

ম্যাডোনা

যখন সে কোলের ছেলেকে স্তন দেয়
(দেখিনি তা)
অনুমান করে নিতে পারি
বৃষ্টি ঝরে বৈশাখের তেপান্তর মাঠে;
আবির্ভূত হয় ছায়াস্নিগ্ধ মায়ামুগ্ধ তরু, গ্রাম;
জেগে ওঠে সূর্যালোকে শীতের কুয়াশা ঠেলে দিয়ে
স্রোতস্বিনী।

আমি তার কুমারী চোখের রহস্যের বিদ্যুতের
ছোঁয়াচ পেয়েছি একদিন।
সেই টানে
বহুদূর থেকে এসেছিলুম এখানে
কিছু সুর নিয়ে চোখে
কিছু ব্যথা নিয়ে প্রাণে
কিছু কথা নিয়ে অর্থহীন।
সর্বাঙ্গে পথের ধুলো, রৌদ্রের প্রহার, জ্বালা, তাপ,
রক্তের প্রলাপ, ক্লান্তি, অবসন্নতায় হতাশায়
শান্তি নেমে এল যেন ঘুমের আচ্ছন্ন অনুরাগে:
দেখলুম দুটি চোখ, ক্রীড়ারত শিশু আর
অসীম অনন্তকাল স্তব্ধ স্থির
মায়াবী আয়নায়।

BANGLADARSHAN.COM

বর্ষণ

রাত্রি আর নয় বিরহী যক্ষ,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়।
পেয়েছে প্রাণ আজ, জেগেছে ক্লীব যে
বৃষ্টিধারা অব্যর্থ লক্ষ্য।

ছুঁয়েছে শব্দের স্নায়ুর কেন্দ্রে
অবাক যন্ত্রণা মলিন পুষ্প,
বিলীন জোছনার আভার ফাঁকে যে
অর্ধবিকশিত করুণ বন্দী।

ছুঁয়েছে উন্মাদ উধাও মুক্তি
অবাক লাখ লাখ ক্ষুধিত বৃন্ত,
শুষ্ক শাখে শাখে ঝরছে বৃষ্টি
রাধার চোখে নামে কিশোর কৃষ্ণ।

ঝরছে অবিরাম মুখর শব্দে,
অর্থ আর নয় সুদূরবোধ্য,
প্রস্ফুটিত ফুলে, বস্তুপুঞ্জে,
ঊর্ধ্বগ্রীব, আহা, স্তনময়তায়!

BANGLADARSHAN.COM

মধ্যরাত্রে

প্রেয়সী, তোমার যৌবন যেন বৈশাখী খরবায়ু
পুড়ে যাই আমি বৃক্ষ রিক্ত-পাতা।
দু'বাহু বাড়াও, প্রাণ দাও নব জলধারাসিঞ্চনে
বিদূরিত হোক ভয়ের ধুলোর গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার দুটি চোখ যেন মশালের আহ্বান
ছুটে যাই আমি পতঙ্গ ক্ষণজীবী।
অবগুণ্ঠনে প্রদীপ জ্বালাও মৃন্ময় মমতার
বিদূরিত হোক মৃত্যুভয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার এলোচুল যেন অর্বুদ হিজিবিজি
ব্যর্থ আমার চেতনার উদ্যম।
ধীরে কাছে এসো, বাঁধো কুন্তল দিঘিসুশীতল স্নেহে
বিদূরিত হোক আত্মক্ষয়ের গ্লানি।

প্রেয়সী, তোমার দুটি বাহু যেন সুদূরের দুটি পথ
মিলেছে আমার বহুদিনকার ঈপ্সিত প্রান্তরে।
দু'বাহু বাড়াও প্রেমের করুণ মধুর আলিঙ্গনে
বিদূরিত হোক একাকিত্বের গ্লানি।

BANGLADARSHAN.COM

বিরহ

সখী, দুঃখিত দক্ষিণ হাওয়া
চলে গেছে উত্তরে।
শীত যদি আসে, আসুক আমার
নিঃস্ব এ অন্তরে।
তুমি কাছে নেই, কিবা ব্যবধান
উদ্যানে প্রান্তরে!

কিন্তু কেমনে ম্লান সত্যটা ভুলি
সহৃদয় নয় সময়ের অঙ্গুলি,
অযতনে যদি ঝরে যায় দিনগুলি
ক্ষমা করবে না হিসেবের খতিয়ানে।
ছুটবে কেবল রাত্রি পাগল
প্রভাতের সন্ধানে।

BANGLADARSHAN.COM

সখী, ভাবনার বাতায়নে আর
উড়ে আসে নাকো পাখি
বনগন্ধের সৌরভে মাতোয়ারা,
হাসে না আকুল চামেলি বকুল
পারুল চপল-আঁখি
গৃহ-আঙিনায় কৌতুকে দিশাহারা।
তুমি কাছে নেই, কেবা খোঁজ রাখে
কারা আসে, যায় কারা।

সখী, আর নয়, ফিরে এসো তুমি
বৃথা বয়ে যায় বেলা,
সহৃদয় নয় সময়ের অঙ্গুলি।
দ্যাখো যৌবন প্রৌঢ় এখন
শেষ হয়ে এল খেলা,
তোমাকেই দিই তোমারই এ-দিনগুলি!

ভোর

সমস্তরাত ভালবাসার ভোর হল,
বইছে বাতাস ঘুমমধুর ক্লান্তিতে।
কোথায় তোমার আঙুলগুলি? স্পন্দিত
বক্ষে আমার রাখো আবার, সঙ্গিনী।

এখন তো আর ঝটিকা নেই, চোখ খোলো
দূরমাঠের নীলনীরব শান্তিতে।
নখর-অধর না-ই বা থাক রঞ্জিত,
রিক্তদেহের দিঘিতে এসো, সঙ্গিনী।

কলস-অলস চরণে এসো সাবধানে,
চঞ্চলতায় বাজে না যেন রিনিঝিনি।
কাককোলাহল চিলের ক্ষুধা চিৎকারে
দূরের আকাশ নাতিদূরে তো খণ্ডিত।

কেমন ও-রূপ কেবল দুটি চোখ জানে,
নাও এ-অধীর আয়নাখানি মূর্ছিত।
আঁকড়ে তোমার এলোচুলের বন্যারে
রিক্তদেহের দিঘিতে এসো সঙ্গিনী।

সমস্তরাত ভালবাসার ভোর হল!

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গে আমার

অঙ্গে আমার যৌবনভার
কত আমি আর বইতে পারি।
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥

স্বপ্নগমনে আত্মরমণে
তৃপ্তি সোনার পাথর-বাটি।
জ্বলে দীপাবলি নগরে নগরে
আমি যে তিমিরে সাঁতার কাটি॥

কোনখানে যাও বারেক দাঁড়াও
কিছু কথা আছে যন্ত্রণার।
কনককাটারি কামে নাহি এল
উপরের ঝলমলানি সার॥

হিয়া দগদগি পরান পোড়ানি
কত মধু-রাতি বিষের জ্বালা।
লহ সখী লহ হয়েছে অসহ
এ-বেশভূষণ কুসুমমালা॥

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
প্রাচীন কবির ভীরু কবিতা।
গোরোচনা গোরি নবীনা কিশোরী
আসে নাই ঘাটে অতর্কিতা॥

আসে নাই ঘাটে মুহূর্ত কাটে
যুগ যুগান্ত আমন্থিয়া।
পথে হল দেরি ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল বৃথাই প্রিয়া॥

কেবা সে স্বপনে ঘুমের গোপনে
বুনে গেছে সোনা ধানের সারি।

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গে আমার যৌবনভার

কত আমি আর বইতে পারি॥

BANGLADARSHAN.COM

রিখিয়ায়

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও,
উজ্জ্বল রৌদ্রের সঙ্গে হেমন্তদুপুরে,
কার স্বপ্ন বীজধান্য দু'হাতে ছড়াও
আকাঙ্ক্ষা-আচ্ছন্ন ঘুমে দূর থেকে দূরে!

সোনালি ধুলোয় ওড়ে তার লাল চুল
চুলের কস্তুরী গন্ধ তার কথা বলে
তার কথা লতাপাতা ছায়াবীথিতলে
মায়াবী মহুয়াবনে মাটির পুতুল।

BANGLADARSHAN.COM

মাটির পুতুল, প্রেম, ক্ষণিক সময়
আমার সামান্য আশা, পরিমিত দিন।
এই আলো, ঝলোমলো আহ্লাদী নবীন
অসহ্য অপরিসীম দৈবী অপচয়।

আনন্দ আনন্দ ঝরে আমার কৃপণ
হৃদয়ে, আনন্দ ঝরে, মধু ঝরে চোখে
স্নান করি রূপরসগন্ধের আলোকে
দূর আর দূর নয়—আত্মীয়, স্বজন॥

কথা

নির্জনে বেদনাস্থির স্তব্ধতার আলো-অন্ধকারে
কথাগুলো নিয়ে আমি ছুঁড়ে দিই নিস্তরঙ্গ জলে।
যদি ক্ষীণ ধ্বনি ওঠে আবর্তের মূর্ছিত সেতারে,
কথার গুরুত্বে কিম্বা নিক্ষেপের নিপুণ কৌশলে
নয় তা; আয়ুধবিদ্যা অনায়ত্ত এখনও আমার।

আপন স্বভাবে জল সামান্য আঘাতে কেঁপে ওঠে;
নতুবা আমার কথা সুর নয়, শব্দের উদ্গার
বাক্‌বিড়ম্বিত মূকবধিরের আন্তর আস্ফোটে।

যেহেতু তোমার মনে আছে এক নীল সরোবর
সেই জৈব দুর্বলতা দুঃসাহসী করেছে আমায়।
না হয় আমার ডাকে করবে না সদর-অন্দর,
তবু তো কৌতুকভরে কান দেবে আমারই কথায়
যে স্বভাবে জল কাঁপে সামান্য আঘাতে, সেই রীতে

BANGLADARSHAN.COM

যদি এ-ধারণা ভ্রান্ত হয়, সেই ভ্রান্তির বদলে
চাই না সত্যের সুখ, বাসস্থান নিষ্কর জমিতে।
বরঞ্চ খাজনা দিতে রাজি আছি, নিজের দখলে
পাই যদি স্বপ্নলব্ধ কথা প্রকাশের অধিকার,
দু’দণ্ড তোমার সঙ্গ না মাড়িয়ে তোমার দুয়ার।

তোমাকে

বৃষ্টিভেজা শ্রাবণ রাতে ভাবনারা
পাড়াগাঁয়ের সন্ধ্যাদূরের পথ যেন
জটাজটিল লতায়পাতায় ফুরোয় না,
যদিও সেই মাঠ আর দিঘি ডাইনে বাঁ।

বিস্মরণে দীর্ঘ বছর বেঁচে আছি
প্রত্যহের ঠেলায় ঠেলায় পথ চলা।
তবুও আছে শীতল দিঘির প্রচ্ছায়া
চেনামুখের মৌনতরুর ভালবাসা।

তুমি সে মুখ, তুমিই সে মুখ, তুমিই তো
তুমি আমার শ্রাবণ রাত্রি দুরন্ত।
তোমার চাওয়া আমার পাওয়ায় ফুরোয় না
যদিও সেই মাঠ আর দিঘি ডাইনে বাঁ।

BANGLADARSHAN.COM

ঘরে-বাইরে

যেন তার চোখ দুটি আঁস্তাকুড় দেখেছে সম্মুখে,
নাসিকা পেয়েছে পচা নর্দমার দুর্গন্ধের ঘ্রাণ,
ঘৃণায় বেঁকেছে ঠোঁট, অবিশ্রাম থুথু ঝরে মুখে,
গঙ্গাজলে স্নান করে তবে বুঝি পাবে পরিত্রাণ।
কিন্তু সে গেল না ঘাটে। শীর্ণ ঘাড়ে বিবর্ণ ছাতাটা
তুলে নিল। তারপর জনাকীর্ণ রাস্তায় যখন
এল, তার কাছ থেকে গ্রাম্যজন ডাক্তারখানাটা
কোনদিকে জানতে পারে, এম্নি তার প্রশান্ত বদন।

চকিতে চলন্ত বাসে উঠে সে দেখল গোলগাল
ভরন্ত যৌবন নিয়ে মোলায়েম যুবতী ক'জন।
শিউরে উঠল ভয়ে: ঘরে তার জীবন্ত কঙ্কাল,
একটা ঝুলন্ত চামড়া, অভিধানে যাকে বলে স্তন।
বলল সেই ছাতাটিকে: হবে না, হবে না সব টিট্!
কুটিকুটি করে দিল দাঁত দিয়ে বাসের টিকিট।

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু

শিকনি গয়েরে ভর্তি নর্দমার পাশে
শুয়ে আছে অন্ধ বৃদ্ধ
পুঁজগন্ধ জীর্ণ জরদ্‌গব:
সারাক্ষণ সেবা করে সুন্দরী নাতনিটি।
নগরীর মলমূত্র নর্দমার জল।

গঙ্গাজলে স্পৃষ্ট হলে আচমনীয় হয়
শুচিবাইগ্রস্ত বিধবারও।
পাড়ার ছোকরা যত বৃদ্ধটিকে কৃপা করে খুব
শিকনি গয়েরে ভর্তি পিকদানিটাকেও
মনে হয় যথেষ্ট সম্ভ্রম করে।

কিন্তু তোমাকে মৃত্যু ঘৃণা করি আমি,
অন্ধকার, তোমাকেও পছন্দ করি না;
যদিও অনেক তাজা জীবনের আলো
স্বপ্ন, সাধ, বীজ, সম্ভাবনা
তোমাদের ঘিরে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

কেন

চকচকে টিনের ভাঙা নড়বড়ে তলোয়ারটাকে
অভ্যস্ত কায়দায় দুটো সরু সরু ঠ্যাঙের মধ্যে চেপে রেখে
সবার অলক্ষ্যে আমি মঞ্চ থেকে চুপি চুপি
নিষ্ক্রান্ত হয়েছি যথারীতি।

বাইরে ভীষণ যুদ্ধ, থেকে থেকে রকমারি পটকার আওয়াজ
আড়ম্বর আক্রমণ হুহুঙ্কার ক্ষণিক স্তব্ধতা
সখীদের নাচ গান সুদীর্ঘ বক্তৃতা তর্ক বিতর্ক বিদ্রূপ করতালি
আবার আবার সেই কামান-গর্জন।

যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ থামে, ঘোরতর যুদ্ধ হয় ফের
পুনরাবৃত্তিতে কাটে দর্শকের উৎকণ্ঠিত সহস্র রজনী।

জ্ঞান হওয়া ইস্তক আমি ভাড়াটে সৈনিক
নিতান্ত পেটের দায়ে কোনোক্রমে রণক্ষেত্রে উঁকি দিয়ে এসে
রাঙ্‌তার পোশাক মেকি গোঁফদাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে
তাড়াতাড়ি ছুটে আসি
সাজঘরের আয়নায় দেখি নিজের সুপরিচিত মুখখানি
দেখে স্বস্তি পাই, পুলকিত হই।

কিন্তু এক প্রশ্ন ফণা তোলে:
যদিও আয়নায় দেখি, রোজই দেখি, সহস্র আমাকে
তবু কেন যুদ্ধ? কেন স্কন্ধকাটা হতে হয় ফের?

BANGLADARSHAN.COM

শুধু প্রেম নয়

শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে,
যেমন অনেক বৃক্ষ কোমলাঙ্গ কাঁটা দিয়ে ঢাকে।
আছে লালসার দাঁত, লোভের বিকট জিহ্বা,
প্রভুত্বের লোমশ লাঙুল
ব্যঙ্গের কুঠার, ঈর্ষা, অন্যায়ের সহসা ছোবল
সইবে কেমনে?
শুধু প্রেম নয় তাই যুগপৎ ঘৃণা রেখো মনে।

ক্ষমা মহাত্মার সজ্জা। তুমি আমি সাধারণ লোক
ছোট কি মাঝারি গাছ, আমাদের দরিদ্র শরীরে
বর্ম কি বল্কল নেই কিংবা জ্যোতির্ময় গয়নাগাঁটি।
আমাদের ক্ষমা শুধু পিছু হটা, চোখ বুজে থাকা,
দুর্বলতারই অন্য নাম।
চারিদিকে পশুদের নখ, দাঁত, তর্জনে-গর্জনে
ক্ষমা নয়, প্রেম নয়; কাঁটা, বিষ, ঘৃণা রেখো মনে।

সাজে না অবজ্ঞা ক্ষমা অস্তিত্বই বিপন্ন যেকালে
অস্তিত্বের চেয়ে বড় আত্মসম্মানের ডালপালা।
স্বপ্নের পাখির নীড় ছিন্নভিন্ন। শ্রাবণেও অনাবৃষ্টি হেনে
যারা কুঁড়ি ছেঁড়ে, যারা ফুলকে দেয় না দীর্ঘ সাধনার ফল
ফলকে দেয় না মাটি জল হাওয়া স্রষ্টার আসন,
শিকড়কে স্থানচ্যুত করে, মুঠি ধরে টানে চারাদেরও

ঘৃণার বিষাক্ত রসে গাত্রদাহ হোক না তাদের
প্রতিবাদ করো নিষ্ঠীবনে।
শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে।

BANGLADARSHAN.COM

চলো যাই

কাঠের গুঁড়োর গন্ধ বাতাসে, শহরে
অসংখ্য করাত রাতদিন
অরণ্যের আত্মাকে কাটে।
চলো যাই
গঙ্গাতীরে আজও কিছু প্রাণ, কিছু প্রাচীনতা আছে
এবং অসুখী গ্রামে উজ্জ্বল সকালে
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী।
চোখ আছে, দৃশ্যবস্তু আছে
কিন্তু যেন আলোর অভাবে
সবকিছু তালগোল-পাকানো হাতড়ানো
কিংবা গুঁড়োগুঁড়ো
উড়োজাহাজের ট্রামের বাসের খাদ্য।
খাইদাই ভালই, শুই ফিটফাট বিছানায়
খাঁজে খাঁজে মেদ কিংবা
ভাঁজে ভাঁজে দারিদ্র্য অথচ
ভদ্রতায় আত্মতৃপ্ত, কিছু লোনা উত্তেজনা কিনে আপাতত
খাইদাই ভালই, শুই ফিটফাট বিছানায়
প্রাতঃকালে মুখ ধুই ধবল গামলায়
এবং যদিও চামড়া ঢেকে রাখি শৌখিন পোশাকে
মাছ ঢাকা অসম্ভব শাকে।
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ, কাঠের গুঁড়োর গন্ধ,
কাঠের গুঁড়োর গন্ধ বাতাসে, শহরে।
কিন্তু গ্রাম নয়
গ্রাম অসম্ভব, শব, স্মৃতির গোগ্রাস।
আকাশে ও ঘাসে স্নিগ্ধ হৃদয়ের মুগ্ধ গঙ্গাতীরে
উদ্যান-নগরী চাই। চলো যাই সেখানে, যেখানে

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যেকের শখের বাগানে গানে প্রেমে বেদনায়
হলুদ ঢেঁড়স ফুল লাল তার হৃৎপিণ্ড নিয়ে
সূর্যমুখী।

BANGLADARSHAN.COM

উপর থেকে নীচে

দেখছি কী আপ্রাণ চেষ্টা! যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে ফের, উঠছে আবার–
যদিও সূর্যটা কষে ইজের পরেছে টানটান,
ঝরছে গলদঘর্ম পাঁজরার খাঁজে ও গর্দানে
এবং বুকের মাংস যেন ভ্রষ্ট বালিকা ঠুকরেছে।

সর্বাঙ্গে বিষাক্ত কাঁটা রুক্ষ ঋজু নির্মম গাছটার।
কিন্তু সে উঠবেই উঠবে। যতটুকু উঠছে, নামছে
দ্বিগুণ, তবুও উঠছে, নামছে ফের, উঠছে আবার।
গরগর করছে রাগে, ফুঁসছে যেন পদাহত সাপ
কখনো চিৎকার ছাড়ছে যন্ত্রণায় কুঁকড়িয়ে ককিয়ে।

ভাবছি মগডালে বসে এখানে সে পৌঁছবে যখন
কী পাবে? একমাথা সাদা চুল ছাড়া আর কী শিরোপা?

BANGLADARSHAN.COM

পরিস্থিতি

যেমনি ভো কাট্টা হয়ে উপড়ে গেল পেটকাট্টি ঘুড়িটা
মরল কার্নিক ছটকে ময়ূরপঙ্খিও,
গোঁত মেরে নিজেরই মাথা ভেঙে ফেলল একবগ্‌গা মুখপোড়া
ভয়ে ভয়ে গুটিয়ে নিল শতরঞ্জি নিজেকে হঠাৎ।
বেগুনি সবুজ শাদা একে একে অন্তর্হিত হলে
নোংরা আকাশটায় একমেবাদ্বিতীয় হলুদ
লেজঅলা লালমুখো এক অহংকারে ঊরু দেখিয়ে
নাচতে থাকল।

নেপথ্যে অনেকে খুব মাঞ্জা দিচ্ছে,
থমথমে আবহাওয়া।
আমরা আকাশভরা বহুবর্ণ প্রাণ ভালোবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

হিতকথা

পালিয়ে আয়। কামড়ে দেবে। দাঁতমুখ-খিঁচোনো দলভারী
খেঁকি কবন্ধেরা বড় সাংঘাতিক, বিষাক্ত, একজোট।
শান্তিতে দেবে না থাকতে, পা মাড়িয়ে কোঁদল বাধাবে,
ভেংচি কাটবে, দুয়ো দেবে, তুলবে তোর স্বর্গত মা-বাপ।
চাই কি ছুড়বি ঢিল, টেলিফোনে বেড়াল ডাকবে,
লটকাবে পোস্টার লাল, বলবে তোকে মাতাল, লম্পট।
মানুষের মতো দেখতে, খেঁকি ওরা, অসম্ভব চিজ।
লেজ ধরে টানবে অন্যে, সামনে পেয়ে তোকেই কামড়াবে;
রাস্তায় জমাবে ভিড়, তিন মাইল মিছিলে চেঁচিয়ে
পোড়াবে খড়ের মূর্তি অবিকল তোর মতো মুখ।

মস্তিষ্ক অবশ্য নেই, আছে শুষ্ক প্রচণ্ড আক্ষেপ,
ভাঁটার জঞ্জাল নোংরা, অক্ষমের বিকৃত আক্রোশ
বিষোদ্গারে শান্তি চায়, উপলক্ষ যা কিছুই হোক।
যদি না ঝাঁপ দিবি জলে পালিয়ে আয় ডাঙায় এখুনি।

BANGLADARSHAN.COM

ভোজ

সে নিজেই টলছে বলে আলমারিটা নড়ছে, খাটটা
বেদম দুলছে, ছাদ ভেঙে পড়ল মাথায়, এই রে
সামনে হাঁ-করা ঢেউ, পিছনে কী ঘোর অন্ধকার,
দাউদাউ আগুন, পাঁক, পূতিগন্ধ, বমন, শমন,
তালগোল পাকানো সাপ, বাঘ, সিংহ, কুমির ইত্যাদি।

যেই সে টলবে না বলে মনঃস্থির করেছে, হঠাৎ
এক ঝাঁক মাস্টার এসে ঘিরে ধরল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।
তাদের নিষ্ঠুর হাতে মোটা ভোঁতা একগাদা পেন্সিল।
বলল, লিখতে হবে একশো পাতা এই দাগ ঘেঁষে।

যক্ষুনি সে লিখে ফেলল গোটা গোটা লাইন মাফিক
হাততালি পড়ল জোর, টাকা এল নয়াদিল্লি থেকে।
তারপরে সবাই মিলে তাকে নিয়ে কাটলেট বানাল।

BANGLADARSHAN.COM

গুরু-শিষ্য

ধ্যানাবিষ্ট চোখ। যদি পেটে তার পেন্সিল গুঁজে দি’
ঢেঁকুর তুলবে বটে এলোমেলো নানা উদ্ধৃতির।
বিস্তর টকগন্ধ, কিছু ধোঁয়া ছেড়ে, কেশে,
কী এক কিম্ভূত বস্তু কাগজের ওপর শোয়াবে!

ভিরমি রোগে ভোগে যারা, তাদের তো হবে চক্ষুস্থির
বলবে, আহা, সৃষ্টি বটে! বাহা, বাহা পণ্ডিত বনেদি,
আসুন, ঝাড়া দু’ঘণ্টা বক্তৃতায়, ঘুরুন স্বদেশে।
আমরা শুনব না, কিন্তু মুগ্ধ হব আপনার ভাষণে।
যেহেতু ঝিমুনি এলে মাঝে মাঝে দেবেন সুড়সুড়ি
নরম জায়গায়, মানে, আমাদের খানদানি অহমে;
মেলাই নজির টেনে বিশেষণ দেবেন একঝুড়ি
উপস্থিত শ্রোতাদের প্রত্যেকের বাপঠাকুর্দাকে।
যে-সব চ্যাংড়া ছোঁড়া ঢিল ছুড়বে মৌমাছির ঝাঁকে
বলাই বাহুল্য, তারা ভিনদেশি, বাক্যে-আচরণে,
নিশ্চয় বেঘোরে তারা পৈতৃক প্রাণটাই খোয়াবে!
আমরা সর্বদা থাকব নিরাপদ ভিড়ের গরমে।

BANGLADARSHAN.COM

পেলুম না

পেলুম না এই দুঃখে স্বপ্নময় হয়ে ওঠে ঘুম
কিছু নয়
হাস্নুহানা-ছোঁয়া দোরগোড়ায় মানা রেলিঙ আবছায়া
শীতের খুব রাত্তিরে ঘুরি একা-একা, পুব
বাতাসে কী কশা ভাসে ঝাউয়ের সরোদে
পেলুম না পেলুম না পেলুম না।

পেয়েছি যা কিছু সবই প্রাপ্তির মুহূর্তে বিস্বাদ
ভয় গ্লানি হানি নাম পরিণাম বিরক্তি জঞ্জাল
করুণ শিউলি ফুল দিনগুলি ধুলোপায়ে মাড়িয়ে এসেছি
যা পেয়েছি সেও দুঃখ
রোদ ঘাম বর্তমান চতুর চকিতে
অতীতে হারিয়ে যায়
যায় যায় আগামীর এইমাত্র থেকে।

যা পেয়েছি সেও দুঃখ অপরোক্ষ আবক্ষ মর্মর
বাতাসে কী কশা ভাসে ঝাউয়ের সরোদে
পেলুম না পেলুম না পেলুম না।

BANGLADARSHAN.COM

সাবেক

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়!
প্রবাসীরা ফিরে আসে উনিশ-শতকী টেরি কেটে।
হেই, হাসিখুশি চাঁদ, প্রাণ যেন হাঁফ ছেড়ে বলে,
দু’দণ্ড একজোট হয়ে ছিমছাম ধোঁয়া ছাড়ি এসো:
যাক ঝাপসা হয়ে যতো ফুটোফাটা ছেঁড়া আবর্জনা।
এসো গো অপ্সরী হাওয়া, নাচো, গাও, স্ফূর্তির ফোয়ারা
ছোটাও গড়ের মাঠে প্রগল্‌ভ ঘাসের পাতায়,
মঞ্জীরধ্বনিতে স্বপ্ন আঁকো পানসি নয়নপল্লবে।
তুমি বা লাজুক কেন? ডেকে ওঠো গজলে ঠুংরিতে
কুহুকুহু কুহুকুহু চিতচোরা, হে বসন্তসখা।

সবাই ইয়ারবন্ধু মনে হয় চৈত্রের সন্ধ্যায়।
তবু, ওহে নটবর, ফিরে চলো নিজ নিকেতনে।
চত্বরে ভেঙো না হাঁড়ি, ঠারে ঠোরে পিপাসা মেটাও।
যদি না জ্বলজ্বল করো, লোক হাসাতে সভায় যেয়ো না।

BANGLADARSHAN.COM

একটি কবিতা

সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা;
সেই ঘাস, সেই আকাশ, মানুষ, নারী।
ভোরবেলাকার মাখন-রঙের রোদে
প্রতিদিন তুমি নবনবরূপে এসো।

কাছে আছে যারা, পিছনে, দূরান্তরে
সকলেই মহাসমুদ্রপথযাত্রী;
সময়-স্রোতের আলোক-অন্ধকারে
কেউ অদৃশ্য, কেউ বা প্রতীয়মান।

কিন্তু সবাই আছে, সব কিছু আছে
যারা ছিল আগে, আসবে আগামী দিনে
সব কিছু আছে ভোরবেলাকার রোদে
একটি কবিতা আবার জন্ম নিলে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি কবিতা আবার লিখিত হয়
পুরনো শব্দ, কথার রূপান্তরে
ঈষৎ আলোক, ঈষৎ অন্ধকারে
প্রতিদিন তুমি নবনবরূপে এসো।

যখন ক্লান্ত হবে

যখন ক্লান্ত হবে ইচ্ছাগুলি
হতাশ মোমের বাতি জ্বলবে ঘরে
প্রখর মনস্তাপে পুড়বে জ্বরে,
দেয়ালে আঁকবে রূপ মায়াবী তুলি।

গভীর বনের মাঝে প্রস্ফুটিত
একটি ফুলের মুখ আনন্দিত
ছড়াবে গন্ধ তার হৃদয় জুড়ে
যখন মোমের বাতি মরবে পুড়ে।

সুখের বিকেলে তুমি পাবে না তাকে
অথবা সকালে কোনো রৌদ্রস্নাত,
সে-ফুল থাকবে একা অনাঘ্রাত
সুদূর ঊর্ধ্বমূল অবাক শাখে।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক নিবিড় রাতে যখন মনে
স্মৃতির শিল্পী তাঁতে কাপড় বোনে,
সহসা একটি ছবি ছায়ার মতো
এসেই মিলিয়ে যায় বিস্মরণে

এবং হৃদয়ে রেখে দারুণ ক্ষত।
প্রখর জ্বালায় যার মনস্তাপে
হতাশ মোমের বাতি হুতাশে কাঁপে
তখনই সে-ফুল হয় রক্তগত।

ভোর-গরবি

তিনটি ফুল যেন তিনটি বোন
বেগনি শাড়ি পরা, বারান্দায়
সোনালি রোদ্দুরে সকালে সুহাসিনী।

চকিতে জেগে ওঠা শিকারি যৌবন
রঙের তীর ছোড়ে কালোর পর্দায়;
ছিল না কোনোদিন বালিকা-বয়সিনী।

আকাশে আধো আলো, এখনও ঘুমঘোর
তিনটি বোন তবু সেরেছে প্রসাধন।
শিশিরস্নাত দেহে কিসের প্রত্যাশা!

এখনই টেনে নেবে খুশিতে ফাঁসিডোর
পুরুষ সূর্যের মৃত্যুচুম্বন।
আত্মঘাতী বুঝি প্রাকৃত ভালবাসা?

BANGLADARSHAN.COM

নাগর

যার আসে, সহজেই আসে। আমার কেবল
কান পেতে অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে
খিলখিল হাসিতে, রঙ্গে। নাচি তাই। কিংবা যন্ত্রণার
গোঙানিতে। মাথা ঠুকি। যদি আসে স্মৃতির বন্যায়
এলোচুল অন্ধকারে। ভাবি। যদি আমারই দেহের
কবোষ্ণউত্তাপে আসে ম্লান জ্যোৎস্নায় নিশি-পাওয়া
উৎসুক বিহঙ্গ অঙ্গ। পেতে রাখি বাসশয্যা। আমার কেবল
অপেক্ষা, অপেক্ষা শুধু, অপেক্ষায় থাকা। যদি আসে।

আসে না। গাছের ছায়া দেয়ালে ক্রমশ
গাঢ়তম হয়, কাঁপে। তারাগুলি স্পষ্ট, স্পষ্টতর।
দরজা জানলা খুলে তবু অপেক্ষায় থাকি যদি আসে।
আসে না হরবোলা ধ্বনি, বহুরূপী শব্দের মিছিল।
আমার ব্যাকুল দৃষ্টি দূর থেকে দূরে হেঁটে যায়।
দ্যাখে সবই মৌন, মূক, স্তব্ধ, নির্বিকার। সে আসে না।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ খুঁটিগুলো

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।
একে একে বাড়ি ঘর ভেসে গেল প্রবল জোয়ারে
ভাই গেল বন্ধু গেল পুত্র কন্যা পরিবার তাও
ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে বাঁক নিল দূরবর্তী স্রোতে
শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রেখে দিয়ে
এ-বিশ্বাস নিয়ে যেন মৃত্যু হয় আমার, ঈশ্বর:
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর বেঁধেছিল
পুত্র কন্যা পরিবার ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিয়ে
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর তুলবে এসে।
নতুন খড়কুটো নিয়ে পরস্পরকে ভালবেসে।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই॥

BANGLADARSHAN.COM

গার্ডেন-রিচ জেটি

কপিকলে নেমে আসছে বড়ো বড়ো আঁটসাট পেটি
কী বিশাল পণ্যবাহী জাহাজের পেট।
নামাল দৈত্যের দেহ কিমাকার ভারী যন্ত্রপাতি,
কয়েক শো গমের বস্তা, কাগজের গোলা একরাশ।
আর নেই? আরও আছে। উঁকি দিচ্ছে ইস্পাতের গা

কেমন সহজে সব হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রে ও মানুষে
একাকার গলাগলি, যেমনটি কৃষক-লাঙল।
স্বপ্নসমাহিত দাঁড়িয়ে এস্ এস্ ইভনিং স্টার
মাখছে সিঁদুর রঙ নিরাসক্ত নাবিকের হাতে।
ওদিকে নৌকোর মধ্যে উনুনেতে ভাত ফুটছে কার।

জলের নিকটে এলে মানুষ কি বোবা হয়ে যায়!
ভাবে, সেও গাছ মাটি মেঘের ছায়ার মতো কিছু।
শীতের দুপুরে হাওয়া ধুলো রোদ সব কিছু জড়িয়ে
ছড়িয়ে রয়েছে তার অস্তিত্বের নিবিড় শিকড়।

চতুর্দিক শান্ত তাই, স্বাভাবিক। উঠছে নামছে
বস্তুভার ধাতুপুঞ্জ, মানুষেরই একাত্ম শরীর।
নাম ধরে ডাকলে কেউ চমকে উঠে ভাবলুম, আমি কি
জাহাজ, নাবিক কিম্বা সোনালি ডানার গাঙ্চিল।

BANGLADARSHAN.COM

সদর দরজা

সে তার ভাবনাগুলো নিয়ে একটা বাড়ি বানাচ্ছিল;
কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না সদর দরজাটা।
ভিতরের ঘরগুলো মোটামুটি দাঁড়িয়েছে একরকম
কিন্তু বাদ সাধছে খালি বেয়াদব সদর দরজাটা।

সদর দরজাটা কিছু মামুলি হলে তো চলবে না!
এখান দিয়েই ঢুকবে যাদের সে চমকে দিতে চায়
কড়া ইস্তিরির ভাঁজে, বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল পালিশে।
সদর দরজাটা তাই কায়দামাফিক হওয়া চাই।

বহু ভেবেচিন্তে দুটো ছ'ফুট সাত ইঞ্চি দৈত্যকে
খোদাই করল দুই কপাটের ভারিক্কি গতরে।
হাতে গদা (অবশ্য সোনার) চোখে অগ্নি (দামী পাথরের)
দৈত্য দুটো হাঁকেডাকে খানদানি বলেই মনে হল।

পরম সন্তুষ্ট চিত্তে যেই না সে ঘরে ঢুকতে গেল,
দৈত্য দুটো গদা ঘুরিয়ে হাঁক ছাড়ল, তুম কৌন হ্যায়!
খিড়কির জানলাটা দিয়ে পাখি এসে ঠোঁটে করে তাকে
ভাগ্যিস পাচার করল নিরাপদ বকুলতলায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রস্তুতি

পরিপাটি চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে
নিটোল তর্জনী কামড়ে লোনা রক্ত খাই
আরশিতে যে-লোকটা হাসছে তাকে আমি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে
দরজা খুলে দুড়দাড় নীচে আরও নীচে চলে যাই।

অপেক্ষা করছে না কেউ। উত্তরের হাওয়া
ধুলোয় বিভ্রান্ত করে দুমড়ে দেয় পা।
এই কি যন্ত্রণা সেই সব হারিয়ে যথাসর্ব পাওয়া
যা নাকি একদিন শিউরে দিয়েছিল গা।

না তো। আরও নীচে তবে। নরকে পাতালে
নীরন্ধ্র অসূর্যলোকে পাথরের ফুল
প্রেমের মতন তীব্র, মৃত্যুর কঠিন ঘুম চোখে
কে নারী ঝঞ্ঝার সমতুল।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতা, তরঙ্গভঙ্গ, অসুস্থ আবেগ
আমাকে যন্ত্রণা দাও, মাটি খোঁড়ো লোহার আঁচড়ে।
উপরে সাজানো ঘর, জানলায় রক্তহীন মেঘ
আমাকে গভীরে টানো, মারো, ঢাকো ধূসর চাদরে।

এখন প্রস্তুত আমি। ভেঙেছি লোহার তালা, ইটের দেয়াল
নির্জন প্রান্তরে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। হাত
তুলেছি ঊর্ধ্বলোকে নিম্নাঙ্গে ঢেউয়ের করতাল।
এই তো সময়, হানো তীব্রতম তোমার আঘাত।

ভাঙা-গড়া

ছিঁড়ে ফেলো। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে ওড়াও
যা কিছু সামান্য, তুচ্ছ, নিত্য-ব্যবহৃত, গৃহস্থালি।
পুরনো চিঠির গুচ্ছ, হলদে খাম, পঠিত বইয়ের মধ্যে
নিষ্পেষিত ফুলের একদা। এবং বর্তমানও।
এই যে দুপুর, এক নেশাগ্রস্ত বুড়ো, এর ঘাড় ভাঙো।
দূর করো হাঁপানো বিকেল।
ছিনাল সন্ধ্যাটাকে দুমড়ে দাও চিৎকারে চিৎকারে।
স্বপ্নভুক রাত্রিটাকে আঘাতে আঘাতে খুন করো।
যা কিছু পুরনো, জীর্ণ, জঙ্‌ধরা কবজার,
যা কিছু আঁকড়ে থাকে, জড়ায়, ছড়ায়
ভাঙো, ছেঁড়ো।
তেমন শক্তি যদি না-ই থাকে
অন্তত তুবড়ে দাও। আর
তখনই শুনতে পাবে ভেসে আসা গান, জাদুমন্ত্র।
ফিরে আসবে পূর্ণ হয়ে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা,
রাত্রির শরীর
গড়নটা ভিন্ন, অন্য নাম, কিন্তু নির্মল নিটোল।

BANGLADARSHAN.COM

অন্ত্যেষ্টি

দু’হাতে ছিঁড়ছে চুল। বলছে, আর পারছি না, নেবাও
অদ্রাব্য আলোর ধূর্ত ক্রূর চোখ। বিষম বাজনা,
বিজোড় শব্দের রাশি স্তব্ধতার ধ্বনিতে ডোবাও।
আমি বড় অসহায়, নগ্ন, নিঃস্ব, অসুস্থ, অস্থির।

কিন্তু শুনছে না কেউ। তারস্বরে বাজছে দামামা,
নাকারা, জয়ঢাক, শিঙা মদমত্ত ঘোর স্বৈরাচারী।
চলছে উদ্দাম নৃত্য, অট্টহাসি, বিদ্রূপ, চিৎকার।
এবং মশাল জ্বলছে, অগ্নিকুণ্ডে লেলিহান শিখা।

তথাপি সে গান ধরল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সুর।
হা-হা করে হেসে উঠল নিশাচর অন্ত্যজ আক্রোশ।
চিত্রিত ফুলের পাপড়ি মুহূর্তেই কৃষ্ণবর্ণ হয়ে
ঝরে পড়ল একরাশ গন্ধহীন কিম্ভূত হতাশ।

হ্যাঁ, সেও স্বাধীন, তাই ঝাঁপ দিল স্বেচ্ছায় আগুনে।
নরমাংসলুব্ধ শত জিহ্বাদের লালাস্রাব হল।
কেউ চোখ উপড়ে নিল, কেউ উরু, কেউ বাহুদ্বয়।
কেবল হৃদয় তার চুরি করে নিয়ে গেল পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

যান্ত্রিক

যেন একটা পাখি ডাকল। চেনা গলা। চারদিকে তাকাই।
কই, না, কোথায় পাখি? আশেপাশে গাছপালা নেই যে
লুকিয়ে থাকবে। সামনে বই। খোলা বইয়ে চড়াই উৎরাই
পাথর, কাঁকর, ধুলো, শুকনো ঘাস। তবে
কোথায় ডাকল পাখি? কোথায় সে? আমিই কি নিজে
পাখি হয়ে ডেকে উঠছি? অসম্ভব। উৎসাহ কি যুক্তি নেই তার।
গুঞ্জিত মূর্খের স্বর্গে আশাবাদে কী হবে আমার
যখন নিয়েছি বেছে শরশয্যা যন্ত্রণা স্বেচ্ছায়?
নাকি এ সত্যিই ভুল? জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা? কবে
ছেড়েছি যে-নেশা তাঁর চোঁয়া উঠছে? না, না, শোনো ওই
আবার ডাকছে পাখি, চেনা পাখি, কাছেই এবার।
কোথাও তো কেউ নেই এত রাত্রে একা আমি বই।
তা হলে কে ডাকে, কাকে ডাকে, কেন ডাকে, সে কোথায়?
হাসলুম। ও পাখি নয়। পাখির চাইতে বেশি পাখি।
সর্বদাই ডাক ছাড়ে, গান গায় দিন কি রাত কি।
আপাতত দুঃসাহসী; বস্তুত সে নকল সৈনিক
নেহাত অভ্যাসবশে বুলি ছাড়ছে তথাখ্যাত দায়িত্বের দায়,
বিশ্বাস প্রত্যয় আশা সব মিলিয়ে স্বদেশি, সঠিক।

একশো নম্বর পাবে পুরোপুরি এবং খোরাকি।
আমারই পকেটে বন্দি শূন্যগর্ভ প্লাস্টিকের পাখি।

BANGLADARSHAN.COM

দুঃস্বপ্ন

ধা করে মাথায় রাগ চড়ে বসলে, ছুড়লুম বইটাকে।
দেয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে নারীমূর্তি হল।
ক্ষীণ কটি, গুরু উরু, নিতম্বিনী কটাক্ষে আমায়
আহ্বান জানাল তার স্তনদ্বয়ে, পেলব উদরে।

সভয়ে দু’চোখ বুজে নারায়ণ নারায়ণ বলি!
মুহূর্তে সে মাতৃদেহ কী প্রকাণ্ড গর্ভবতী হয়ে
প্রসব করল এক শাদাচুল আয়তনয়ন
আচার্য, যেমন কিনা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে।

নারী নরকের দ্বার, বলল সে চোখে চোখ রেখে:
নারী নরকের দ্বার, বলল সে চটি ঘষে ঘষে;
নারী নরকের দ্বার, বলল সে দাঁতে দাঁত চেপে।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃসাড়ে প্রস্রাব করে জল খেলুম পাথর-বাটিতে।

অনিবার্য

এই সব লোহা নিংড়ে অবশ্যই সোনা পাওয়া যায়,
কেনা যায় রাঙা মুলো, গাজর কয়েক কেজি বেশি,
বুক চিতিয়ে চলা যায় উঁচিয়ে উলঙ্গ মাংসপেশী।
কিন্তু হরিভক্ত মন হাওয়া খেয়ে থাকতে ভালবাসে।

ভালবাসি একা একা মাইল মাইল পথ হেঁটে
নির্জন খালের ধারে বাবলা গাছতলার দুপুর।
এখানেও হানা দিলি ওরে নোংরা অসভ্য কুকুর!
আমার ছালচামড়া ছিঁড়ে বুঝি তুই ডুগডুগি বাজাবি?

পালিয়ে যা, ঢিলিয়ে তোর ঠ্যাং খোঁড়া করব এক্ষুনি,
পালিয়ে যা প্রকাণ্ড ঘরে, আধো অন্ধকারে ঠাণ্ডায়
নরম কোলের মধ্যে মৃদুগন্ধে ডুবে যা বন্যায়,
ফুটে উঠবে চোখে তোর অনিবার্য স্বর্গীয় গোলাপ।

গোলাপ! শিউরে উঠি। সুচিক্কণ ড্রইংরুমের
চাপা হাসি, মাপা দুঃখ, মেকি বুক, সুখের অরুচি
কবে তোর পাপড়িগুলো নখ দিয়ে করে কুচিকুচি
ছড়াব প্রেমিকজন যারা আজও ভালবাসি ঘাস।

BANGLADARSHAN.COM

শিল্পী-কথা

‘শহর ক্ষুধার্ত মরু’, নন্দলাল বসু বললেন,
‘অচিরে করবে গ্রাস গ্রামের গোপন গাছপালা,
জলাশয়, পশুপাখি। হৃদয়ের যত লেনদেন
গ্রাম্য মানুষের শিল্পে উৎসবে কি নাচে গানে ঢালা
রয়েছে কুটিরে মাঠে মেলায় পুতুলে পটে সব
স্তব্ধ হয়ে যাবে, শুধু লণ্ডন ন্যুইয়র্ক কলকাতা
স্ফীত, স্ফীততর হবে।’ ‘শিল্পী কি থাকবেন নীরব?’
শুধালাম মৃদুস্বরে। শিল্পাচার্য বললেন, ‘বিধাতা
চিরস্থায়ী রাখেননি কিছু। আক্ষেপ করে না কেউ
প্রাগৈতিহাসিক লুপ্ত প্রাণীদের শোকে। জাদুঘরে
একদিন স্থির হবে আমাদেরও উদ্যমের ঢেউ
আজকের শিল্পকর্ম। তখনও হয়ত সমাদরে
কয়েকটি ব্যগ্র চোখ খুঁজে নেবে উত্তরাধিকার।
সুতরাং বৃথা শোক। পট যদি যায়, যাক। প্রাণ
নিজেরই গরজে রঙতুলি নিয়ে বসবে আবার।
মেলায় যে নাচ জমে, নদীবক্ষে হয় যেই গান
এনো না তাদের টেনে কলকাতার শৌখিন বন্দরে।
যদিও পবিত্র অতি, স্থান তার তুলসীতলায়
মানায় না গোময়কে শঙ্খশুভ্র চাদরের পরে।’

‘গ্রামীণ শিল্পের প্রতি তাহলে কি নেই কিছু দায়?’
হতাশাজড়িত কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করলাম।
‘পাবে না কি মৃতপ্রায় লোকশিল্পী প্রাণের সম্মান?
পারি না উদ্ধার করতে শহরের গ্রাস থেকে গ্রাম?’
‘সম্ভবত পারো। কিন্তু থাকা চাই মাস্তুলের জ্ঞান,’
চশমার কাচ ঘষে নন্দলাল বসু বললেন।

যে-জাহাজ যাবে বলে স্থিরলক্ষ্য লণ্ডনের দিক,
যাবেই সে; হয় তুমি ঝাঁপ দাও সমুদ্রে সফেন,
নতুবা মাঝিকে ঠেলে হতে পারো বিদ্রোহী নাবিক।

BANGLADARSHAN.COM

স্বয়ং গান্ধিজি যেটা পারেননি আপ্রাণ চেষ্টায়
আমরা সামান্য লোক কী করে তা করব সম্ভব?
গ্রামগ্রামান্তর ক্রমে চূর্ণ হবে পাশাপ্রশাখায়
বর্ধমান শহরের পদক্ষেপে। যত কলরব
পাখির, দিঘির আর গাছের পাতার, ডুবে যাবে।

'সেই দুর্দৈবের আগে,' শিল্পাচার্য বললেন, 'যাও
গ্রামে গ্রামে। ধুলোয় কাদায় এখনও অনেক কিছু পাবে
গান প্রাণ শিল্পের সম্ভার। মহানন্দে তুলে নাও,
ঐতিহ্যকে চিনে রাখো। কতটুকু গ্রহণ বর্জন
করবে তা ভাবো। দ্যাখো গুরুদেব কেমন সহজে
গ্রাম্যশিল্পকেও মেজে করেছেন একান্ত আপন।
তাই মঞ্চহীন নাট্য তাঁর দ্বারা সম্ভব হল যে।
যদি কিছু না-ই পারো সংগ্রহকে রেখে দাও কোনো
আগামী শিল্পীর অনুপ্রেরণার জন্যে জাদুঘরে।

'আরেকটা কথা বলি অতিশয় মন দিয়ে শোনো:
শিল্পীর এবং শিল্পের মূল্য নয় জাতের কদরে।
পটুয়া সংগীত গায় মুসলমান শিল্পী যেমন,
সুইডেনের সূচিকর্ম তদ্রূপ বাংলার কাঁথায়
আসে যদি, আসুক না; আনন্দরসিক শিল্পী-মন
দেবে নেবে অকাতরে বিশ্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যসভায়।
সাঁওতালি বাদ্য শুনে শান্তিনিকেতনে খাঁ সাহেব
সযত্নে নিলেন তুলে যন্ত্রে তাঁর। অত্যাশ্চর্য রূপ
দিলেন নিজের কিছু যোগ করে দিয়ে। অতএব
বিদেশী বিধর্মী বলে শিল্পে যেন হয়ো না বিরূপ।
রসের আনন্দভোজে সবে যেন নিমন্ত্রণ পায়।
হোক না সে বয়োবৃদ্ধ উগ্র কি প্রাচীনপন্থী, তারও
রয়েছে সাধনা, প্রেম। আশ্রমের সাহিত্যমেলায়
ঘটেছে অনেক ত্রুটি, তার থেকে শিক্ষা নিতে পারো।

'সম্প্রতি আশঙ্কা এই শিল্পকেও ব্যবসায়িজন
আঁকড়ে ধরেছে। যেন বাড়ির বউকে ধরে নিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

সিনেমায় নটী করা। বারবনিতার প্রয়োজন
হয়ত বা আছে, কিন্তু নেশা যেন দেয় না ভুলিয়ে
মঙ্গলরূপিণী গৃহবধূটিকে, শিল্প যার নাম।’

ক্রমেই প্রখর রৌদ্র। যদিও এখনও যৌবনের
উজ্জ্বলতা তাঁর চোখে, ভাল নয় হাল শরীরের।
বিদায় নিলাম তাই শিল্পাচার্যে জানিয়ে প্রণাম।

[শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কথা শোনবার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল শিল্পীর বালিগঞ্জের বাসভবনে। কথাপ্রসঙ্গে শিল্পাচার্য যা যা বলেছিলেন হুবহু তার উপর নির্ভর করেই ‘শিল্পী-কথা’ লেখা হয়েছে।–লেখক]

BANGLADARSHAN.COM

হলদে প্রজাপতি

মনে পড়ে, সুরঞ্জন, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে
মোমবাতি জ্বালা আধো অন্ধকারে আমরা দু'জনে
অখ্যাত কবির লেখা আধছেঁড়া একখানি বই
নগদ পাঁচ পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে প্রায় সারারাত
মুখস্থ করেছি বসে শিয়ালদায়, তোমার মেসের তক্তাপোশে?

বইটার কী নাম ছিল? সম্ভবত 'হলদে প্রজাপতি।'
কবির নামটা ঠিক মনে নেই। তবুও সে-বইয়ের অনেক
ধূসর কথার টুকরো মাঝে মাঝে আজও ভেসে আসে
ফাল্গুনের অন্ধকার, নারীর শরীর আর জুনিপার বন।

কী অনুকম্পায়ী ছিল আমাদের প্রথম যৌবন!
বুদ্ধদেব বসু আর বিষ্ণু দে-র যাবতীয় লেখা
বারবার পড়ে তবু তৃপ্তি নেই কবিতা পড়ার,
জীবনানন্দ দাশে অতঃপর অভিভূত হয়েও তবুও
অজানা কবির লেখা স্টলে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করেছি।
'হলদে প্রজাপতি' সেই ক্ষুধার্ত দিনের আবিষ্কার।

মনে পড়ে, সুরঞ্জন, সেই সব প্রায়োন্মাদ দিন
আমাদের কথাবার্তা কবিতার উদ্ধৃতিতে ভরা?
ঢাকার অশোক মিত্র? স্বপ্নময় ভোরের শিশির?
পুরুষের দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণার গোপন বৈভব?

সে কবি কোথায় আজ, 'হলদে প্রজাপতি' যার লেখা?
তার কি স্মরণে আছে একদা সে লিখত কবিতা?
যেখানেই থাক, সে তো কোনোদিন জানবে না আর
কোনোদিন জানবে না একদিন দু'জন যুবক
ভালবেসে পড়েছিল তারও লেখা সারারাত জেগে।

BANGLADARSHAN.COM

সাফল্য

বসা চোখ, চোয়ালটা ভাঙা
একটা-দেড়টা অব্দি রেস্তরাঁয়
তর্কটা মূলতবি রেখে
ফের আবার পাঁচটা পঁচিশে
কফি হৌসে আর ভাল নয়।

জলে ভেজা, রোদে আধ-পোড়া
ছেঁড়া চটি পরে দিগ্বিজয়
বুক রেখে উলঙ্গ বালিশে
সারারাত তেপান্তরে ঘোরা
কাজ নেই চন্দ্রোদয় দেখে

আর নয় সূর্যদয় রাঙা।
পাঞ্জাবিটা ফর্সা রাখা ভাল
শুয়ে পড়া সকাল সকাল
ঘোরাঘুরি ছায়ায় ছায়ায়
ভয় কিবা রবীন্দ্র-সংগীতে

কবিতায় বসন্ত বাতাস
প্রাণে আর দেবে না মোচড়

একাসনে ইয়ার দোসর
যৌবনের দেবতারা আজ
বাড়িয়ে দেয় বুনিয়াদি হুঁকো।

তুমিও যে হয়েছ ঈশ্বর
সচন্দন গন্ধপুষ্পে বুঁদ
নিরিন্দ্রিয় আত্মাহীন এক
জড়পিণ্ড নশ্বর পাথর
সাফল্যের বিষদাঁতে হত।

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধদেব বসু-কে

আশৈশব কবিতাকে ভালবাসি। অশান্তি-বিক্ষত
দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবনের বঞ্চনায়
অলক্ষ্যলালিত লক্ষ আশাবৃক্ষ হোক বাতাহত,
আত্মাকে যে দৈবী শূন্যে দ্রষ্টারূপে অবস্থাপনায়
সমর্থ হয়েছি, তা তো কবিতা দেবীরই আশীর্বাদে,
কথার মদিরা পান ক'রে, শব্দধ্বনি এবং মনন
উভয়ের অত্যাশ্চর্যে, সখ্যে আর দাম্পত্য বিবাদে
তৃতীয় পুরুষরূপে সুখী পরিবারে একজন।

যদিও কুমার আমি, মাঝে মাঝে ঈর্ষায় কাতর
হয়েছি, স্বীকার করি, কথাকল্পনার নিত্যনব
রতিসুখে। ভাবনাকে নিয়ে তাই আমিও বিস্তর
পাত্রী খুঁজে বেড়িয়েছি মনে-মনে। আয়ুষ্মতী ভব,
বলেছি সুন্দরীদের অপস্রিয়মাণ ছায়া দেখে।
বলাই বাহুল্য আমি দেখেছি, আঁকিনি কোনো ছবি,
এবং আঁকলেও তার শব্দরেখা ডেকেছে নিন্দেকে।
যে কবিতা পড়ে, পড়ে রোমাঞ্চিত হয়, সে-ও কবি
মূলত এ-ধারণায় ঘুরেছি কবির ঘরে ঘরে,
এমন কি বিদেশেও, তবে অধিকাংশ স্বদেশেই,
কেননা মাতৃভাষায় তরতম ঘটে সমাদরে।
আশৈশব কবিতাকে ভালবেসে বুঝেছি প্রেমেই
রূপ, কল্পনার তথা কবিতার আদি বাসস্থান।
যেহেতু আপনার কাব্য আমার চিন্তার সমর্থন
যেখানে প্রজ্ঞায় প্রেমে নেই বর্ণদ্বেষী ব্যবধান
তাই আনন্দিত চিত্তে সেই রাজ্যে করেছি ভ্রমণ।

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ার হাসি

সে বললে, দেখতে এসেছি।
কিছু বলব না, বলার নেই
কেননা, আমার পরিচিত শব্দগুলো
ব্যবহারে ব্যবহারে হেজে মজে গেছে।
ঘষেমেজে, বেনারসি শাড়ি পরিয়ে
প্রৌঢ়াদের টেনে আনব না
উজ্জ্বল আলোর নীচে, বাসরঘরে
কিশোরী যুবতীদের জটলায়।
তেমনি বেরসিক আমি নই। বরং
আটপৌরে লালপেড়ে শাড়ি পরে
তারা আমার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে
সুপুরি কুচিয়ে পান সাজুক।
উত্তরে, ওরা অনেকগুলি দাঁত দেখাল।
ম্লান, যেহেতু ঠিক সেই সময়েই
হাওয়ারা হো হো করে হেসে উঠেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

সমতল

যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই
হাওয়ায় সমুদ্রে ভেসে দূরতম মেঘের ডানায়
একতলা দোতলা পাঁচ সাততলা সমতল দেখি।
গম্ভীর কুঞ্চিত ভুরু কাঁদোকাঁদো অথবা ফিচেল
সব মুখমণ্ডলের ফ্রেমের আড়ালে এক শিশু
ফড়িঙের আলতো পাখা, পিঁপড়ের কর্মঠ ঠ্যাং ছিঁড়ে
গোঁয়ার গোবিন্দদাস ভাঙে দেখি সৃষ্টি মূল্যবান।
তাদের হ্যাংলা দৃষ্টি প্রেস ফটোগ্রাফারকে খোঁজে।

যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই
চন্দন ধূপের গন্ধ ঘণ্টাধ্বনি অদূর মন্দির
শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, নিচু দরজা, আমি অন্ধকার
সকল ভালর ভাল সচকিত পুনর্দৃষ্টি লাভ
আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রঙের তফাত।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥